East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

সত্যের সন্ধানে দৈনিক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
www.jugantor.com
যুগান্তর, ২৮-০৭-২০২২, অনলাইন

লেখকের চারপাশে এক ধরনের অদৃশ্য শেকল পরানো থাকে, তাই ইচ্ছে করলেই যা খুশী লেখার স্বাধীনতা নেই বলে মনে করেন বিশিষ্ট্য কথাসাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন।

এই স্বাধীনতা নেই বলে যুগে যুগে বিশ্বব্যাপী লেখকদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন হয়ে এসেছে। তবে, এত নিপীড়নের পরেও লেখক সত্য ও ন্যয়ের পথে সোচ্চার থাকেন বলে তিনি জাতির বিবেক বলে বিবেচিত হন।

মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) বিকালে রাজধানীর আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতায় সেলিনা হোসেন এসব কথা বলেন। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'সাহিত্যের ভুবনে লেখকের পথচলা'।

বক্তৃতায় সেলিনা হোসেন লেখালেখির ক্ষেত্রে একজন লেখকের বিবেচ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তার মতে, লেখক নিজের অনুভবের প্রতি সৎ থেকে মেরুদণ্ডকে শক্ত করবেন এবং লিখে যাবেন। তিনি যেন পরগাছা হয়ে অন্যের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাসত্ব না করেন। তিনি আরো বলেন, সততার সাথে বলতে না পারা একজন লেখকের জন্য অ-গৌরবের।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খানের প্রয়াত কন্যা এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটির সাবেক শিক্ষার্থী নেহরীন খানের স্মরণে এ বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা পদক ও একুশে পদকে ভূষিত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটির প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের সভাপতিতে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ব্যক্তব্য রাখেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এম শহিদুল হাসান, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটির সাবেক উপ-উপাচার্য, অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটির কোষাধ্যক্ষ এ জেড এম শফিকুল আলম এবং ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক আরিফুল ইসলাম।